আর্তনাদ

--আহমেদ

কোথায় চলেছ বন্ধু
অজ্ঞাত নয় জ্ঞাতসারে
মাতালের মত মত্ত হয়ে নয়, জ্ঞানপাপীর মত
পাপের সমুদ্রে সিঞ্চন করে
সাথি পাবে নাকো, তোমারি বোঝা বহনে
ভয় হয় জ্বলিতে হবে অন্তীম নরকুন্ডে

তবু কেন হায়,হয় পরাজয়,ধরিত্রীর মোহ মায়ায়
ছায়ার মত অনুসরনে ক্লান্তি নেই কোন তার
ইয়া আল্লাহ ,পরম করুনাময়।
বিশ্বাসের সংকীর্নতা বেড়ে উঠার ভীতিতে
দোদুল্যমান মনে কাফিরের ভয়।
বিশ্বাসে সঁপেছি মোরে তাইতো বলে উঠি
নিজ মনে ইনশাল্লাহ্ হবে মহামুক্তি

তবু কেন ধরিত্রীর মায়া
কাটিয়া উঠেনা এই বিক্ষুব্ধ হৃদয়।
তারে যে আমি বলি
মেনে নে পরাজয়।
আর কতবার আর কতবার
যোগফল হবে গুনাহে কবিরা-র।

সান্ত্বনা পাই নাকো খুঁজে মনে
কাগজ শেষ হয়ে যাবে, কালি ফুরিয়ে যাবে
তবু যাবে নাকি আধাঁরের পথ ফুরিয়ে?

পরবাস

--আহমেদ

এ দেশে রবে নাকো মোর ঠাঁই আর
যখনি ইসলামে ধর্ম বলে স্বীকার আমার
হারাম-বিদাত,শিরক,কুফরের ভয় চারপাশে
তারি মাঝে বসবাসে স্বস্তি কি করে আসে ?
আর কতবার নামাযের সময়ে ক্লাসে দেব হাজিরা
তা নাহলে পার্থিব সাফল্য দেবে কি করে ধরা ?
কত প্রতিযোগী,কত পরিক্ষা,কত সাফল্যর সিড়ি
হঠাৎ মাঝপথে ভেবে উঠি, এইকি মোর নিয়তি ?
বস্তুবাদীর চোখে,কণ্ঠে ভাসে মোর পরাজয়ের আভাস
মানবতাবাদীর কণ্ঠে আহা করছো কেন নিজের সর্বনাশ।
সর্বনাশের কতটুকু বাকী আছে যখনি দেখি চারপাশে
যুদ্ধ,অন্যায়,অবিচারের চিত্র সম্মুখ নয়নে ভাসে।
প্রার্থনা প্রভুর কাছে অবিচার রুখতে পাথরসম হৃদয়,
নিপীড়িত নির্যাতিতে, বাধ ভাঁঙ্গা অশ্রু আসার প্রশ্রয়।
হতে পারে অতি তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ আমি এ সমাজে
তাই বলে চুপচাপ সব সহ্য করা মুসলমানের সাজে ?
হস্ত প্রয়োগে দিও বাঁধা হও যদি সাচ্চা্ ঈমানদার
অন্তরে করো ঘৃনা যদি অবশিষ্টে ঈমান তোমার।
ভীরু,দুর্বল,অজ্ঞ,অসহায় আমি ক্ষমা করো মোরে প্রভু
তাই বলে প্রতিবাদের অগ্নি শিখা নিভাতে চাইনা কভু।

[1] যে কোন মতামতের জন্যে যোগাযোগ করুন editor@shodalap.com